টেলিভিশন নাটকে 'জাতের মেয়ে কালোও ভালো' প্রসঙ্গ

নিশাত পারভেজ

'জাতের মেয়ে কালোও ভালো' বহু পুরোনো একটা প্রবচন। তবে এখানে 'জাতের মেয়ে' বলতে আসলে কী বোঝানো হয়েছে সেটা পরিষ্কার নয়। হয়ত প্রবচনটিতে উচ্চবংশীয় বা অর্থপ্রাচুর্য ও পরিচিতি রয়েছে এমন পরিবারের মেয়ের কথা বলা হয়েছে। কিংবা হয়ত গুণী বা কর্মদক্ষ মেয়ের কথা বোঝানো হয়েছে এখানে। যেটাই বোঝানো হোক, প্রবচনটির মূল বার্তা হলো কালো মেয়ে সাধারণত ভালো নয়। তবে যদি সে 'জাতের মেয়ে' হয়, তবে মন্দের ভালো হিসেবে গ্রহণ করা যেতেও পারে।

আমাদের সমাজে আনুষ্ঠানিক 'বর্ণবাদ' সেভাবে নেই, কিন্তু আছে কালো রঙের মানুষের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ কিংবা সামাজিক অবস্থান থেকে তাকে অবমূল্যায়ন করার বাতিক। এটাকে ঠিক বর্ণবাদ বলা যায় না, এলিটদের ভাষায় এটা ডার্ক কমপ্লেকশন। বিশেষ করে নারীর গায়ের রং যদি কালো হয়, তবে স্বামী কিংবা শ্বশুরালয়ের লোকজন বাচ্চা জন্ম দেওয়া নিয়েও দোটানায় ভোগে। কারণ বাচ্চাও যদি মায়ের মতো কালো হয়! যৌতুক দিয়ে বিয়ে দেওয়ার প্রবণতাসহ অনেক অবমাননাকর বিষয়ই দেখা যায় কালো মেয়ের ক্ষেত্রে।

বাংলাদেশের গল্প, উপন্যাস, নাটক কিংবা গানে কেবল দুধে আলতা রঙের ছড়াছড়ি। কোনো কোনো সময় কালো মেয়েরও প্রশস্তি গাওয়া হয় বটে উপন্যাসে বা কবিতায়। তবে সেটা ছাপার পৃষ্ঠায়ই সীমাবদ্ধ। বাস্তবতা হলো, রবীন্দ্রনাথের 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি' যে গাইছে বা আবৃত্তি করছে, বিয়ের পাত্রী খুঁজতে গেলে তার পছন্দও কিন্তু হয় সেই ফরসা রঙের মেয়েটাই।

গণমাধ্যমকে সমাজের দর্পণ বলে চিহ্নিত করা হলেও প্রোপাগান্ডা তত্ত্ব অনুযায়ী সমাজই কখনো ঠিক করে দেয় যে গণমাধ্যম আমাদের কী দেখাবে। অন্যদিকে গণমাধ্যমও ঠিক করে দেয় সমাজ কী নিয়ে আলোচনা করবে। গণমাধ্যমের এ আলোচ্য বিষয় নির্ধারিত করে দেওয়ার সাথে রয়েছে পুঁজিবাদীদের স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্য। এ কারণেই ফেয়ার অ্যান্ড লাভলী কিংবা ফেয়ার অ্যান্ড হ্যান্ডসাম এখানে বিকোয় বেশি, পার্লারের ব্যবসা হয় রমরমা। অর্থাৎ কালো যা তা-ই খারাপ, ফরসা সবই ভালো।

নাটক : কুঁচবরণ কন্যা ও নারীর চোখে 'কালো নারী'

নুজহাত আলভী আহমেদের পরিচালনায় চ্যানেল আইয়ে প্রচারিত হয় 'কুঁচবরণ কন্যা' নাটকটি। নাটকের কাহিনিটি এমন : বাবার বন্ধুর মেয়েকে আপত্তি সত্ত্বেও বিয়ে করে আকাশ (সজল)। মেয়েটি এতই কালো যে তাকে বউ পরিচয় দিতেও লজ্জাবোধ করে সে। আকাশের বাবার পছন্দ ছিল এ কারণে যে, মেয়ে সংসার গুছিয়ে রাখবে। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক যে, নারীর অবস্থান সংসারের কোনো দরকারি আসবাব বা বাসনের মতো। আকাশ প্রতিনিয়ত তার বাবাকে বলে, সে কোনো কালো মেয়ের সঙ্গে সংসার করবে না। স্ত্রী কলিকে (মম) সে সামনে আসতে নিষেধ করে। পুরো নাটকেই আকাশ তার স্ত্রীকে তুই-তোকারি করে। সবকিছুর পেছনে একটাই কারণ কলির গায়ের রং ফরসা নয়।

ম্যাট্রিক পাস মেয়ে কলি। কিন্তু স্বামী যতই তাকে অবজ্ঞা করুক না কেন, স্বামীকে সে প্রথমদিন থেকেই ভালোবেসেছে বলে প্রতীয়মান হয়। প্রথমদিন থেকেই বাড়ির প্রতিটি কাজ নিজের হাতে করে কলি। শ্বশুরকে বলে, 'এটা তো আমারই কাজ'। এর মাধ্যমে পরিচালক বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, বাড়ির কাজের লোক আর ছেলের বউয়ে তফাত অতি সামান্যই। বউয়ের সাথে ছেলের রূঢ় আচরণকে পাগলামি বলে অভিহিত করে তিনি সেই অমোঘ বাণী উচ্চারণ করেন, 'সব ঠিক হয়ে যাবে।'

একজন পড়াশোনা জানা ও বড়ো পদে চাকুরি করা মানুষ আকাশ যেভাবে তার স্ত্রীকে 'কালির কালি' বা 'ভূত' বলে অভিহিত করছে, সেটা খুবই অবাক করার মতো ব্যাপার। আবার কালো বলে সবকিছু মেনেও নিচ্ছে কলি। রাতে স্বামীর বকা খেয়েও সকালেই সবকিছু গুছিয়ে রাখছে সে। অথচ মারুক, কাটুক যাই করুক স্বামীর সেবা করতেই হবে, এমন এক ধারণা দর্শকের সামনে তুলে ধরা হয়েছে নাটকটিতে। অফিসের কলিগরা বারবার কলিকে দেখতে চাইলেও গায়ের রঙের ভয়ে তাদের দেখাতে চায় না আকাশ। কলিগরা ধারণা করে বউ অনেক সুন্দর বলেই আকাশ তাদের দেখতে দিচ্ছে না। তাদের কথা আকাশকে মানসিকভাবে যন্ত্রণা দেয় বলে দেখিয়েছেন পরিচালক।

লক্ষণীয় যে, বউকে পছন্দ না করলেও শারীরিক সম্পর্ক করতে গিয়ে তার গায়ের রং মাথায় রাখতে পারে নি আকাশ। কলি গর্ভধারণ করলে সেটা নিয়েও রেগে যায় সে। এমনকি গর্ভপাতের ব্যবস্থা নিতেও কলিকে চাপ দেয়। কিন্তু শেষমেশ আকাশের বাবা বিষয়টি জেনে যাওয়ায় সেই চেষ্টায় সাঙ্গ দিতে বাধ্য হয় সে।

কলি গর্ভবতী হওয়ার পর কিছুটা পরিবর্তিত হয় আকাশ। কলিকে বাসার কাজ করতে নিষেধ করে সে। রেস্টুরেন্টে গিয়ে বন্ধুর সাথে দেখা হলে কলিকে স্ত্রী হিসেবেই পরিচয় করিয়ে দেয়। কলি এতদিনের অপমান ভুলে এইটুকুতেই অত্যন্ত প্রসন্ন হয়।

তবে কালো মেয়ে কলির মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটে। সন্তান জন্ম দিলেও কলিকে বাঁচাতে পারেন নি ডাক্তাররা। সে সময় আকাশ অনুভব করে কলি তার জীবনে কী ছিল।

উল্লেখ্য, নাটকের প্রয়োজনে কোনো কালো মেয়েকেও খুঁজে পান নি পরিচালক। একজন ফরসা নারী অভিনেত্রীকে কালো রং মেখে নাটকের উপযোগী করা হয়েছিল। পরিচালক তাঁর ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বোঝেন 'বর্ণবাদ'কে দর্শকরা কীভাবে দেখবে। গণমাধ্যমের অন্যতম একটা উদ্দেশ্য হলো ইতিবাচক শিক্ষা দেওয়া। কিন্তু এই যদি হয় শিক্ষার বৈশিষ্ট্য, তবে তো সেই সমাজে ফেয়ারনেস প্রোডাক্টের বিক্রি বেশি হবেই।

যৌতুকের বদলে কালো মেয়েকে বিয়ে ও নতুন বোতলে পুরোনো পানীয়

সজীব খানের পরিচালনায় ইমরাউল রাফাতের রচনায় 'সঙ্গী' নাটকটি কালো মেয়ে ও ফরসা ছেলের সংসারের গল্প নিয়ে তৈরি। শেয়ার বাজারে ধরা খেয়ে ২০-২৫ লাখ টাকা লোন পরিশোধ করার জন্য বাবার বন্ধুর মেয়েকে বিয়ে করে আবির (সিয়াম)। যথারীতি কনের গায়ের রং কালো। বিয়ের রাতে আবিরের প্রথম কথা, 'তোমার কি কখনো মনে হয় নি আমার মতো একটা ছেলে তোমার মতো একটা মেয়েকে কেন বিয়ে করবে?' তোমার সাথে আমার কিছুতেই যায় না। তোমার সাথে আমাকে ম্যাচ

করে না। ...বিয়ে যখন করেছি সংসার করতেই হবে, কিন্তু আমার কাছে হাজব্যান্ড টাইপ আচরণ আশা করো না।'

পূর্বোক্ত নাটকে দেখানো হয়েছে মেয়েটা একে তো কালো, দ্বিতীয়ত সে পড়াশোনা সেভাবে জানে না। কিন্তু এখানে একজন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের সন্তান কিংবা পড়াশোনা জানা মেয়ে হওয়ার পরও মীরা (তিশা) আবিরের আচরণ সহ্য করে যায়। যেন নারী হলে তাকে সব অন্যায় সহ্য করতেই হবে, বিশেষ করে স্বামীর যে কোনো অন্যায় তো অবশ্যই।

বিয়ের পর থেকেই 'ভালো মেয়ে' হিসেবে রান্নার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেয় মীরা। রান্না এবং ঘরের কাজ একান্তই নারীর। নারীর গায়ের রং কালো হলে তো কোনো কথাই নেই। স্বামীর সব বঞ্চনা সহ্য করেও সে ঘরের কাজ করছে। কথিত 'জাতের মেয়ে' হওয়া সত্ত্বেও স্বামীর জন্য খাবার নিয়ে অপেক্ষা করছে। শুধু তা-ই নয়, সে খেয়েছে কি না স্বামী তা একবার জিজ্ঞাসাও করছে না। কিন্তু সে প্রতিনিয়ত অপেক্ষা করেই চলেছে।

বন্ধুরা নানাভাবে আবিরের মনে কালো মেয়ের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টির চেষ্টা করছে, কালো হলেও মেয়েটা শিক্ষিত ও ভদ্র এসব বলে। অর্থাৎ 'জাতের মেয়ে' হওয়ার একটা শর্ত শিক্ষিত, ভদ্র ও সংসারী হওয়াও। কালো মেয়ের জন্য এটা তো অবশ্যম্ভাবী একটি গুণ। উত্তরে আবির বন্ধুকে জিজ্ঞেস করে, 'তুই বিয়ে করতি?' তখন বন্ধু বলে, 'ভাবতে হতো'।

এক বন্ধুর সাথে তুলনায় গিয়ে সে বলছে, 'বাসায় গিয়ে দেখবি লোপার মতো সুন্দর একটা মেয়ে তোর জন্য ভাত নিয়ে বসে আছে। ...'আর আমি দেখি অন্ধকার। সকালে ঘুম থেকে উঠেও লাইট জ্বালিয়ে দেখতে হয়।' মীরাকে সাজতে দেখে আবিরের মনে হয়, কালো একটা মেয়ের আবার সাজ কীসের! অর্থাৎ সাজতে হলেও সুন্দর তথা ফরসা হতে হবে।

ঢাকায় বড় হওয়া, ধনীর দুলালী মীরা বিয়ের পর থেকে পুরোপুরি স্বামীর ওপর নির্ভরশীল। নিজে নিজে শপিংয়ে পর্যন্ত যেতে চায় না। তাই স্বামীকে বলতে হয়, 'তোমার যা লাগে বলো, আমি তোমাকে এনে দেবো।'

নেশা করে এসে মীরার সাথে শারীরিক মিলনকে অ্যাক্সিডেন্ট বলে অভিহিত করে আবির। এতে মীরা বেশ কষ্ট পায়। পরবর্তী সময়ে মীরা জানতে পারে সে গর্ভধারণ করেছে। তবে সে গর্ভের সন্তানকে রাখতে চায় না। আবির এর কারণ জানতে চাইলে সে বলে, 'আমি কালো বলে যে অপমান সহ্য করেছি তোমার কাছ থেকে, সেই অপমানটা আমার সন্তান সহ্য করবে?" যাই হোক, গর্ভধারণের পরে মীরার প্রতি আবিরের আচরণ পরিবর্তন হয়। সন্তান ধারণই যেন স্বামীর ভালোবাসা ফিরে পাবার একমাত্র উপায়।

তবে সন্তান ধারণ করলেও নাটকের শেষ দিকে মীরাকেও মরতে হয়। মরতে হয় সমাজকে এটা বোঝাতে যে, কালো মেয়ের বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই।

তত্ত্ব, সমাজ আর কালো মেয়ে

কালো মেয়েদের সমাজে গ্রহণযোগ্য অবস্থানে (!) নিয়ে আসতেই হয়ত এই নাটকগুলো তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু আসলে কতটুকু ইতিবাচক মানসিকতার পরিচয় দেওয়া হয়েছে নাটক দুটিতে সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এখানে আমরা দেখছি, অবহেলা পেয়েও মেয়েটি স্বামীর ঘর করছে। মেয়ে কালো বলে জামাইকে প্রচুর যৌতুক দেওয়া হচ্ছে। পরবর্তী সময়েও শুধু অবহেলা ছাড়া কিছুই পাচ্ছে না। দুটো নাটকেই দেখা যাচ্ছে শ্বশুরবাড়িতে মেয়েটি সমাদর পাচ্ছে। কিন্তু দর্শক একটু খেয়াল করলেই দেখবে যে, দুটি নাটকেই শাশুড়ি চরিত্রটি অনুপস্থিত। শাশুড়ি থাকলে পারিবারিক আবহটিকে এতটা উদার দেখাতে হয়ত পরিচালকের বেগ পেতে হতো। দুটি নাটকেই শ্বশুরদের যুক্তিটা অনেকটা এমন, মা-মরা ছেলেকে দেখে রাখার জন্য কালো মেয়ে বিয়ে করিয়ে এনেছেন।

অথচ একজন ছেলে প্রোটাগনিস্ট যদি কালো থাকে, তাকে সেই অবস্থাতেই একজন নারী মেনে নিচ্ছে। ছেলে মোটা, কালো, বেটে কিংবা টাকধারী যাই হোক না কেন, মেয়েরা সেটা মেনে নিচ্ছে। কালো মেয়েদের নিয়ে নাটকের পাশাপাশি কালো ছেলেদের নিয়েও নাটক হচ্ছে। কিন্তু সেখানে মেয়েদের মতো এত হতাশা নিয়ে তাদের বেঁচে থাকতে হচ্ছে না। পাড়ার কোনো ফরসা, প্রথাগত সুন্দরী মেয়ে তাদের বন্ধু, প্রেমিকা কিংবা স্ত্রীও হচ্ছে এবং সেই নারী তাদের জীবনে এসে সেটাকে রাঙিয়ে তুলছে। তৌসিফ, সাবিলা নূর অভিনীত 'কালো ছেলের প্রেম' সেই ঘরানার একটি নাটক। একজন তথাকথিত ফরসা মেয়ে কালো ছেলেকে ভালোবাসে। তার প্রতি বিন্দুমাত্র অবহেলা দেখায় না। বিপরীতে বাংলার কালো মেয়েরা অবহেলা থেকে আর বেরোতেই পারে না। তাদের জীবন আবর্তিত হয় সেই অবহেলার সংসারে। যে পড়াশোনা করে নি সে যেমন ঘরের সমস্ত কাজ করে, যে বিত্তবান কিংবা শিক্ষিত সেও সংসারের সমস্ত কাজ সামলানো ও স্বামীর সেবায় ব্যস্ত থাকে। যে কালো মেয়েটা গ্রাম থেকে এসেছে তাকে 'দয়ালু' স্বামী রাস্তা পার করে দিচ্ছে (কুঁচবরণ কন্যা), একই অবস্থা শহরের শিক্ষিত বিত্তবান মেয়েটিরও (সঙ্গী)।

হুমায়ূন আহমেদের নাটকে প্রথম প্রথাগত সুন্দর নায়ক-নায়িকাদের তিরোভাব ঘটে। পরে এটাকে একধাপ এগিয়ে নেন মোস্তফা সরয়ার ফারুকী ও তাঁর সমসাময়িক আরো কয়েকজন। তবে ফারুকীদের বিশেষত্ব হলো, নায়ক যেমনই হোক তাঁদের নায়িকারা তার প্রেমে পড়বেই— এই অপশনটা রাখা। যার কারণে তাঁদের নায়করা কালো, বেটে, মোটা কিংবা বয়স্ক যাই হোক না কেন, কমবয়সী, সুন্দরী নারী কোনো না কোনোভাবে তাদের প্রেমে পড়ে। এখানেও শেষপর্যন্ত বাহ্যিক সৌন্দর্যই থাকছে মাপকাঠি হিসেবে।

আলোচিত নাটক দুটির প্লট অনেকটা একইরকম। কালো মেয়েকে বিয়ে করা, অবহেলা দেখানো এবং মেয়েটা গর্ভধারণ করলে তার প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ ও গর্ভকালে মৃত্যু। অর্থাৎ নিজেদের জীবন দিয়ে কালো রঙের মেয়ের তাদের স্বামীকে ভালোবাসা বোঝাতে সক্ষম হওয়া।

দুটো নাটকই বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। ভিডিও শেয়ারিংয়ের সাইট ইউটিউবে দর্শকদের ইমোশনাল অনেক কমেন্ট পাওয়া গিয়েছে। দেখা গেছে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও।

ট্র্যাজেডি মানুষ পছন্দ করে। নির্মাতারা সেটা পুঁজি করেই দর্শকপ্রিয় সব নাটক ও চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। কিন্তু কালো মেয়ের বেঁচে থাকার অধিকার কেন থাকবে না, সেটা অনেক খুঁজেও নাটক দুটি থেকে উদ্ধার করা গেল না। তথাকথিত সুন্দর অভিনেত্রীদের কালো রং মাখিয়ে নাটকে উপস্থাপন করছেন পরিচালকরা। একইভাবে ভারি মেকআপ করিয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের রূপ-যৌবন ফেরি করছেন তাঁরাই। এই প্রক্রিয়া চলছে একটা চক্রের মতো।

এবার সমাজচিন্তায় আসি। প্রায়ই পত্রিকায় স্বামী কর্তৃক স্ত্রী নির্যাতনের খবর পাওয়া যায়। যৌতুক ছাড়াও আর যে কারণে স্বামীর নির্যাতনের শিকার হন নারী তা হলো তাদের গায়ের রং। গণমাধ্যম এর জন্য কতটা দায়ী তা বোঝা যায় অনেকদিন আগে করা একটি গবেষণার ফলাফল থেকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের বর্তমান চেয়ারপারসন অধ্যাপক ড. কাবেরী গায়েন কালো মেয়েদের দুরবস্থার চিত্র তুলে ধরতে পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের ওপর একটি গবেষণা করেন। ১৯৯৯ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের চারটি প্রধান দৈনিকে প্রকাশিত ৪৪৬টি পাত্র চাই, পাত্রী চাই বিজ্ঞাপন বিশ্লেষণ করে তিনি দেখান, কালো মেয়েরা সমাজে কীভাবে অবজ্ঞার শিকার হচ্ছে। ফরসা না হওয়ায় শহরে-গ্রামে অসংখ্য নারী নির্যাতন সয়ে বেঁচে আছে। যারা সইতে পারছে না তারা আত্মঘাতী হচ্ছে (ডয়চে ভেলে : ২৫ নভেম্বর ২০১৫)।

দুই দশক পরেও এই অবস্থার কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে? ২০১৪ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এক নারীকে কালো বলে নির্যাতন করে চোয়ালের দাঁত ফেলে দেয় তাঁর স্বামী। অনেক যৌতুক দিয়ে বিয়ে করেও সেই নারীর শেষ রক্ষা হয় নি (প্রথম আলো, ২০ জানুয়ারি ২০১৪)। কালো সন্তানের জন্ম দিতে পারেন আশঙ্কায় রাজধানীর স্কুল শিক্ষক সুমিকে চারবার গর্ভপাত করতে বাধ্য করানো হয়, পরবর্তী সময়ে সেই নারী আত্মহত্যা করেন। স্বামী ও স্বামীর পরিবারের সদস্যরা কালো বলে তাঁকে নানাভাবে মানসিক নির্যাতন করত। সেই নারী কিন্তু ভালোবেসেই বিয়ে করেছিলেন (কালের কণ্ঠ, ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫)।

যত যা-ই হোক, টেলিভিশনে মিনিটখানেক পরপরই আসে ফেয়ার অ্যান্ড লাভলীসহ রং ফরসাকারী পণ্যের বিজ্ঞাপন। এ অঞ্চলের মানুষের প্রাকৃতিক রংকে হেয় করে যথেচ্ছ মুনাফা করে যাচ্ছে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো। মোড়ক বদলে নানা নামে আসছে রং ফরসাকারী সাবান, ক্রিমসহ নানা জিনিস। এদিকে মগজহীন ভোক্তার মাথায় ঢুকছে কৃষ্ণবর্ণ মানুষের সকল দুঃখের কারণ আর ফরসা রংই যার একমাত্র সমাধান। সেই আগুনে ঘি ঢেলে দিচ্ছে 'কুঁচবরণ কন্যা' ও 'সঙ্গী'র মতো নাটকগুলো, যেখানে দেখানো হয় নারী জীবনের সার্থকতা নিহিত রয়েছে ফরসা হওয়াতে। ফরসা রংই পুরুষের চোখে আপনাকে আকর্ষণীয় করে তুলবে। শিক্ষা, চাকুরি, প্রতিপত্তিসহ আর সবকিছুই সেখানে গৌণ।

'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কান্দো কেনে?'

কালোর প্রতি এমন বিদ্বেষ শুধু বহুজাতিক কোম্পানিকে লাভবান করেছে তা নয়, বরং পার্লারের ব্যবসা বাড়িয়েছে, বিয়ের কনের জন্য মুখে-গায়ে কয়েক কেজি ময়দা মাখার অর্থমূল্য বাড়িয়েছে, জনপ্রিয় হয়েছে ছবি সম্পাদনার অ্যাপসগুলোও। এই সংস্কৃতিতে সমস্যা কেবল একা কালো মেয়েরই নয়,

সমস্যা কালো ছেলেদেরও হচ্ছে। তবু 'হাজার হোক ছেলে তো' অজুহাতে অনেক ছেলে বেঁচে গেলেও কালো মেয়েটার পরিণতি কিন্তু আত্মহত্যা বা মৃত্যু। আমাদের টেলিভিশন আমাদের সেটাই শেখাচ্ছে।

সৌন্দর্যের সংজ্ঞা ঠিক করতে গণমাধ্যমের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। গণমাধ্যম তাই পুঁজিকে প্রাধান্য দিয়ে হারিয়ে দিচ্ছে সম্ভাবনাময় প্রাণকে। কালো মেয়ে সে যত বড়ো বা গুণীই হোক, সংসার ঠিক রাখতে, স্বামী সেবা কিংবা ঘরের কাজে সে কিন্তু অতুলনীয়া। কালো হওয়ায় বাকি গুণগুলো তার থাকতেই হবে। তার অবশ্যম্ভাবী প্রাপ্য হলো স্বামীর গঞ্জনা কিংবা অবহেলা এবং পরিশেষে মৃত্যু। দর্শকপ্রিয় নাটক দুটিতে কালোদের প্রতি হয়ত পরিচালক বা রচয়িতা সহানুভূতি সৃষ্টি করতে চেয়েছেন; কিন্তু ওদের আসলে সহানুভূতি নয় প্রয়োজন মূল্যায়ন এবং সেটা অবশ্যই হতে হবে যোগ্যতার মাপকাঠিতে, কালো-সাদার কোনো স্কেলে নয়।

নিশাত পারভেজ প্রভাষক, জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। parveznishat@gmail.com

তথ্যসূত্র

১. কুঁচবরণ কন্যা, ইউটিউব লিংক : https://www.youtube.com/watch?v=im9Zq3KO5yA

২. সঙ্গী, ইউটিউব লিংক : https://www.youtube.com/watch?v=HQO0Vv8f2qk&t=86s

৩. আমাদের 'বর্ণবাদ' : বাস্তবে ও বিজ্ঞাপনে (ডয়চে ভেলে, ২৫ নভেম্বর ২০১৫), লিংক: http://www.dw.com/bn/আমাদের-বর্ণবাদ-বাস্তবে-এবং-বিজ্ঞাপনে/a-18875040

৪. গায়ের রং কালো হওয়ায় নির্যাতন (প্রথম আলো, ২০ জানুয়ারি ২০১৪), লিংক : http://www.prothomalo.com/bangladesh/article/127089/গায়ের-রং-কালো-হওয়ায়-নির্যাতন

৫. গায়ের রং কালো বলেই প্রাণ দিতে হলো সুমিকে! (কালের কণ্ঠ, ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫), লিংক : http://www.kalerkantho.com/print-edition/news/2015/09/05/264895